দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 21 SEP 1990
পৃষ্ঠা 7 কলাম 2

35

একজন শিক্ষিকার ফরিয়াদ

যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বিধিসম্মত উপায়ে নিয়োগপ্রাপ্তা হইয়া বিগত ১৩-১০-৮৫ ইং তারিখ হইতে আমি রাজবাড়ী জেলার গোয়ালন্দ উপজেলার গোয়ালন্দ শহীদ স্মৃতি বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়া আসিতেছি। উক্ত বিদ্যালয়টি ১-৭-৮৬ ইং তারিখ হইতে জাতীয়করণ করা হয়। মন্ত্রণালয়ের ২১-১০-৮৯ তারিখের (নং শাঃ ৪/১৪ ডি-২৭/৮৫/৮৮৬/১(৪) শিক্ষা স্মারকে সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকার ৯টি পদ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে আমি ইহাদের অন্তর্ভুক্ত হই নাই। যেহেতু ষ্টাফিং প্যাটার্নভুক্ত এবং সার্বক্ষণিক শিক্ষিকা হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্তা, সেই হেতু আত্মীকরণ বিধির ২(জি) ধারা মোতাবেক আত্মীকরণের নিমিত্তে আরও পদ সৃষ্টির জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ-শিক্ষা পরিদপ্তর কর্তৃক মন্ত্রণালয়কে ২৩-১১-৮৯ ইং তারিখে (নজ ১৯২৬৯) অনুরোধ করা হয়। বহু আবেদন-নিবেদন এবং সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পরও অদ্যাবধি কোন ফল লাভ হয় নাই। সুদীর্ঘ প্রায় পাঁচ বছর কাল কোন বেতন-ভাতাদি না পাওয়া সত্ত্বেও আত্মীকরণের আশায় আমি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের জানামতেই নিজ দায়িত্ব পালন করিয়া আসিতেছি। ব্যক্তিগত জীবনে ৩ জন বিদ্যালয়গামী সন্তান-সন্ততি লইয়া এই মানবেতর জীবন হইতে মুক্তি লাভের আশায় সংশ্লিষ্ট মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

—আলম আরা আসমা বেগম,
সহকারী শিক্ষিকা, গোয়ালন্দ শহীদ স্মৃতি সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী।